দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1

013

ছাত্র বেতনে বৈষম্য

সোমবারের দৈনিক বাংলায় মহানগরীর মাধ্যমিক স্কুলগুলোর ছাত্র বেতনের যে তারতম্যের খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে সরকারী স্কুল অপেক্ষা বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-বেতন ১০ গুণ বেশি। দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। সরকারী হাইস্কুলে সর্বোচ্চ বেতন যেখানে মাত্র ৬ টাকা সেখানে বেসরকারী স্কুলে তার পরিমাণ কোথাও কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত কিংবা তারও বেশি।

ছাত্র বেতনের এই ব্যাপক পার্থক্যের ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যত মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমাদের মতে এই অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ সরকারী হাইস্কুলের সংখ্যাল্পতা। রাজধানীতে অন্ততঃপক্ষে ২০০টি মাধ্যমিক স্কুল আছে। তার মধ্যে মাত্র ২২টা অর্থাৎ মাত্র এক-দশমাংশ স্কুল সরকারী। ফলে কিছুসংখ্যক ছাত্র অতি অল্প বেতনে উন্নত মানের শিক্ষার সুযোগলাভ করতে পারছে; অন্যদিকে অন্যরা অনেক বেশি দাম দিয়েও নিম্নতম মানের শিক্ষালাভ করতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবেই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে গড়ে উঠেছে গুরুতর বৈষম্য।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যথার্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরও সমস্যা আছে। প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তকের মান অতি নিচু। তাতে আবার ভুল-ভ্রান্তিও আছে। শিক্ষকদের মানও আশানুরূপ নয়। সবচেয়ে সমস্যা ছাত্র সংখ্যা। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে বেসরকারী স্কুলগুলোতে প্রতিটি ক্লাসেই ছাত্র সংখ্যা এত বেশি যে সর্বাধিক দায়িত্বসচেতন শিক্ষকদের পক্ষেও শিক্ষার্থীদের প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। বলা যেতে পারে, গোটা পরিস্থিতিই অনভিপ্রেত এবং অচিরেই এসব সমস্যার সমাধান করা দরকার।

আমাদের মতে বেতনের পার্থক্য দূর করার এবং ছাত্র সংখ্যার হার কমানোর জন্য দুটো ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ মহানগরীতে আরো বেশি সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান বেসরকারী স্কুলগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ। তবে এটা রাতারাতি সম্ভব হবে না বলে অন্তর্বর্তীকালের জন্য বেসরকারী স্কুলগুলোর ছাত্রবেতনের হার সঙ্গত পর্যায়ে বেঁধে দিতে হবে। তা এমনভাবে ধার্য করতে হবে যাতে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের ছাত্রবেতনের হারের বর্তমান পার্থক্যটা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়। এর ফলে বেসরকারী স্কুলগুলোর অর্থনৈতিক সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে আর পূরণ করতে হবে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে।